প্রথম আলো বাংলাদেশ

ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে মুক্তি নেই শিশুদের

নিজস্ব প্রতিবেদক | আপডেট: ০১:২৯, জুন ১২, ২০১৬ | প্রিন্ট সংস্করণ

১৪ বছর বয়সী ইয়াসির আরাফাতের বাঁ হাতের একটি আঙুলের মাথা কেটে ফেলতে হয়েছে। দুই বছর আগে রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে একটি কারখানায় লেদমেশিনে কাজের সময় দুর্ঘটনা ঘটে। কারখানার মালিক চিকিৎসার প্রাথমিক কিছু খরচ দিলেও ক্ষতিপূরণ দেননি। তাঁর দাবি, ইয়াসিরের দোষেই দুর্ঘটনা ঘটেছে।

১১ বছর বয়সী রাকিব শিকদারের পায়ের নিচ থেকে বেশ খানিকটা জায়গা গজ কাপড় দিয়ে বাঁধা। রাকিব জানাল, ভাঙারি কুড়াতে গিয়ে পায়ের নিচে কোনো কিছু ঢুকেছে। ওরা দুই ভাই, এক বোন। বাবা গাড়ি চালান। ভাঙারি কুড়িয়ে বিক্রি করে রাকিব দিনে ১০ থেকে ২০ টাকা পায়।

রাকিবের সঙ্গে কথা হয় সম্প্রতি বাড্ডার এরশাদ নগর বস্তিতে, ওয়ার্ল্ডভিশন বাংলাদেশের সহায়তায় শ্রমজীবী শিশুদের জন্য পরিচালিত একটি স্কুলে। অপরাজেয় বাংলাদেশ পরিচালিত এ স্কুলে রাকিবের সঙ্গে রিনা, আঁখি, নাইম, সামিরাসহ ৫৪ জন বিভিন্ন বয়সী শিশু লেখাপড়া করার সুযোগ পাচ্ছে।

চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে চূড়ান্ত করা বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) জাতীয় শিশুশ্রম সমীক্ষা ২০১৩ বলছে, দেশে সাড়ে ৩৪ লাখ শিশু কর্মরত। এর মধ্যে প্রায় ১৭ লাখ শিশু রয়েছে, যাদের কাজ

শিশুশ্রমের আওতায় পড়ে। এদের মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত ১২ লাখ ৮০ হাজার।

এ ধরনের পরিস্থিতিতে আজ দেশে পালিত হচ্ছে বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস। এবারের দিবসের প্রতিপাদ্য—উৎপাদন থেকে পণ্যভোগ-শিশুশ্রম বন্ধ হোক। অর্থাৎ উৎপাদন এবং পণ্য ভোগ করার কোনো স্তরেই শিশুরা কোনো কাজ করবে না। কিন্তু ইয়াসির-রাকিবদের মতো শিশুদের কাজ থেকে মুক্তি মেলেনি। ২০১০ সালে প্রণীত জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতিমালায় ২০১৬ সালের মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নির্মূল করার কথা বলা হয়েছিল। সরকার এখন নতুন করে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের চেষ্টা চালাচ্ছে। শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী মুজিবুল হক গতকাল প্রথম আলোকে বলেন, ২০২১ সালের মধ্যে দেশ থেকে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন হবে। আর ২০২৫ সালের মধ্যে সব ধরনের শিশুশ্রম নিরসন করা হবে।

বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ অনুসারে শিশুদের কাজে যোগদানের ন্যূনতম বয়স ১৪ বছর আর ঝুঁকিপূর্ণ কাজের ক্ষেত্রে তা ১৮ বছর। ১২ থেকে ১৪ বছর বয়সের মধ্যে হালকা কাজ করলে সেটাকে ঝুঁকিমুক্ত কাজ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

১২ শিশুর কথা: গতকাল প্রথম আলো কার্যালয়ে এসেছিল বাঁ হাতের আঙুল হারানো ইয়াসির আরাফাতসহ ১২ শিশু। এসেছিল তাদের কথা জানাতে। মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় সোশ্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক ইনহ্যান্সমেন্ট প্রোগ্রাম, নবলোক, কমিউনিটি পার্টিসিপেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, অপরাজেয় বাংলাদেশ এবং ভলানট্যারি অ্যাসোসিয়েশন ফর ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট থেকে এই শিশুরা কারিগরি শিক্ষা, পড়াশোনার সুযোগ, কম ঝুঁকিপূর্ণ কাজে যুক্ত হওয়াসহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে।

১২ বছর বয়সী সুবর্ণা আক্তার জানাল, তার মা-বাবাকে বোঝানোর ফলেই সে এখন স্কুলে যেতে পারছে। ১৫ বছর বয়সী ফারুক হোসেন মুঠোফোন মেরামত বিষয়ে প্রশিক্ষণ পায়। প্রশিক্ষণ শেষে তাকে বিভিন্ন উপকরণও দেওয়া হয়। এখন সে আরেকজনকে নিয়ে একটি মুঠোফোন মেরামতের দোকান চালাচ্ছে। তামান্না প্লাস্টিকের কারখানায় কাজ করত। সকাল ৮টা থেকে রাত সাড়ে ১১টা পর্যন্ত ব্লেড দিয়ে প্লাস্টিকের ছাঁচ কাটতে হতো। টেইলারিং প্রশিক্ষণ নিয়ে এখন ঘরে বসে কাজ করছে।

ইয়াসিরের মতো ১৪ বছর বয়সী সোনিয়া এখনো কাজ ছাড়তে পারেনি। জুরাইনে সকাল আটটা থেকে রাত নয়টা পর্যন্ত এক হাজার বোতাম তৈরি করলে সোনিয়া পায় মাত্র সাত টাকা। আর ইয়াসির পাচ্ছে মাসে এক হাজার টাকা।

সোনিয়াদের আকুল আবেদন, তাদের মতো আর কোনো শিশুকে যাতে কাজ করতে না হয়। মা-বাবা যাতে একটু সচেতন হন।

ভলানট্যারি অ্যাসোসিয়েশনের ফিল্ড অর্গানাইজার বকুল রানি দে বলেন, মা-বাবা সচেতন হলে সন্তানকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে না দিয়েও সংসার চালাতে পারেন। এখন সেই সচেতনতা তৈরির পাশাপাশি নতুন করে কোনো শিশু যাতে ঝুঁকিপূর্ণ কাজের সঙ্গে যুক্ত না হয়, সেদিকেও নজর দেওয়া হচ্ছে।